OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, Published on January issue 2025, Page No. 316 - 327
Website: https://tirj.org.in, Mail ID: info@tirj.org.in
(IIFS) Impact Factor 7.0, e ISSN : 2583 - 0848

নিম্নবর্গীয় জীবন, সুন্দরবন ও বাংলা উপন্যাস : সাহিত্যের এক উজানযাত্রা

ড. শেখ রেজওয়ানুল ইসলাম
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ
গভর্নমেন্ট জেনারেল ডিগ্রি কলেজ
Email ID : skrezwanulislam@gmail.com

Received Date *20. 12. 2024*
Selection Date *01. 02. 2025*

Keyword
Sundarbans, Subalterns, folk cultures, rituals and deities, Baule (Wood-cutters), Moule (Honey-collectors), Jele (Fisher man), Novel, Upstream Journey.

Abstract

Antonio Gramsci first coined the term 'Subaltern' in order to address economic disparity. However, the terminology 'Nimno borgo' (synonymous as 'Subaltern') clearly indicates the disparity in class, caste, language and culture. In the era of globalization, 'Nimno borgo' are those who are "marginalized and oppressed people(s) specifically struggling against hegemonic globalization" (Sousa Santos). Cultural imperialism and subalternism are antagonistic with each other as the latter is "a space of difference" (Spivak). However, the subalterns as 'minority groups' play a crucial role to re-define the 'self' of the 'majority group' as Homi K. Bhaba asserts, "Subaltern groups as oppressed minority groups whose presence was crucial to the self-definition of the majority groups". This paper has explored the life of those 'Nimno borgo' in the Sundarbans.

The Sundarbans, comprising 19 blocks with 54 inhabited islands and an area of 9630 km^2, is home to a diverse population in India. This population includes communities from Medinipur; tribal groups from Bihar, Manbhum, and Singhbhum; refugees from East Bengal (now Bangladesh) and the marginalized lower-caste Poundra and Muslim communities. The religious harmony, cultural exchanges and diversity of thought of these four groups have transformed the Sundarbans into a unique field of mixed culture. These four groups are known as 'Nimno Borgo' and their life stories have started to reflect in literature from the 20th century onwards. The lives and struggles, bitterness, beliefs, folk cultures and rituals, and blend of the mundane and the supernatural among the marginalized people residing under the dominion of deities like Bonbibi, Shah Jongoli, Narayani, and Dakshin Ray revealed a new dimension of the subaltern perspectives in Sundarbans-centered novels, beginning in the 1950s with Manoj Basu's novel Jal Jangal (1951) that shows the emergence of the marginalized people of the delta - bauley (wood-cutters), mouley (honey-collectors), bahardar, saidar, crab-catchers and fishermen. Subsequently, writers like Shibshankar Mitra in Sundarbone Arjan Sardar (1955), Bonbibi (1966) and Bede Baule (1985), Baren Ganguly in Bonbibir

Upakhyan and Bagda; Shyamal Gangopadhyay in Kuberer Bishoy Ashoy, Shachin Das in Ondho Nodir Upakhyan and Nun Dariya; Tapan Bandopadhyay in Nodi Mati Aranya (three volumes), and Jhareswar Chattopadhyay in Rampadar Ashon-Byason; Char Purnima and Samudra Duyar followed this tradition. Authors like Sunil Gangopadhyay in Jal Jangoler Kabya; Amar Mitra in Dhonpoti'r Chor, Sadhan Chattopadhyay in Gohin Gang and Joltimir; and Amitav Ghosh in The Hungry Tide have also touched upon the Sundarbans through their literary brushes. In the twenty-first century, local writers of the Sundarbans like Soharab Hossain, Utpalendu Mondal, Niranjan Mondal, Bibhu Nageshwar, and Adam Safi have woven the lives of marginalized fishermen, bauley and mouley from the Sundarbans into literature. Through vivid portrayals of such representatives of a simple life centered around water and forests, Bengali novels have found a distinct new direction that marks the beginning of an upstream journey.

Discussion

১

ব্যক্তিমানস ও সমাজমানস কোনো না কোনো ভাবে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আধিপত্য-কামিতার কবলে পড়ে। ধনতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় অর্থনৈতিক আধিপত্য যেমন যুগবৈশিষ্ট্য হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি সাংস্কৃতিক জীবনেও এই আধিপত্যকামিতা সমাজ-মানসে প্রবিষ্ট হয়েছে। আধিপত্যের কবলে পড়া দলিত সম্প্রদায় - যারা জীবনের সার্বিক দিক থেকে বঞ্চিত, তাদেরকেই নিম্নবর্গ বা 'Subaltern' অভিধায় চিহ্নিত করা হয়ে থাকে। অর্থনৈতিক বিভাজনের নিরিখে ইতালীয় সমাজতন্ত্রী Antonio Gramsi (১৮৯১ - ১৯৩৭) সর্বপ্রথম 'Subaltern' শব্দটি ব্যবহার করেছেন। নিম্নবর্গীয় অত্যাচারিত সম্প্রদায়, যারা মূলত শ্রেণি বৈষম্যের শিকার, তারাই 'Subaltern'। Sousa Santos-এর মতে, Subaltern-রা "...marginalized and oppressed people (s) specifically struggling against globalization."[১]

'নিম্নবর্গ'- এই শব্দটির মধ্যে যেমন শ্রেণিগত, জাতিগত, ভাষাগত, সংস্কৃতিগত বিভাজনের নিরিখ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, তেমনি Subaltern Studies দলিত ও দলনকারীর সম্পর্ককেও ব্যাখ্যা করে। Gyan Prakash যথার্থই বলেছেন –

> "The term 'Subaltern'... refers to subordination in terms of class, caste, gender, language and culture and was use to signify the centrality of dominant/ dominated relationships in history."[২]

কিন্তু এহো বাহ্য। 'Subaltern' - এর বহুমাত্রিক ও বহুকৌণিক দর্শন উঠে আসে গায়ত্রী চক্রবর্তী স্পিভাকের কথায় –

> "...Subaltern is not Just a classy word for 'oppressed', for (the) others, for some body who's not getting a piece of pie... in postcolonial term, everything that has limited or no access to the cultural imperialism is subaltern - a space of difference ... The working class is oppressed. It is not Subaltern..."[৩]

তাঁর কথায় শুধু শ্রমজীবীরাই 'Subaltern' নয়, সাংস্কৃতিক সম্রাজ্যে যাদের প্রবেশাধিকার নেই, তারাই 'Subaltern'। Homi K. Bhaba 'Subaltern' - এর আলোচনায় সামাজিক শক্তির সম্পর্কের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন বেশি। তাঁর মতে 'Subaltern' রা শুধু নিপীড়িত সংখ্যালঘু নয়, তাদের উপস্থিতি সংখ্যাগরিষ্ঠ তথা উচ্চবর্গীয়দের নিকট খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "...Subaltern groups as oppressed minority groups whose presence was crucial to the Self-definition of the majority groups."[8]

দেশীয় চিন্তাবিদরা 'Subaltern' এর যে ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা উপরের কথাগুলির যোগফল। পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন –

> "পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় 'সাব-অলটার্ন শ্রেণি' হল শ্রমিক শ্রেণি। সামাজিক ক্ষমতার এক বিশেষ ধরণের বিন্যাস ও প্রক্রিয়ার মধ্যে শ্রমিক শ্রেণি শোষিত ও শাসিত হয়। এই বিন্যাসে 'সাব-অলটার্ন' শ্রমিক শ্রেণির বিপরীত মেরুতে অবস্থিত 'হেগেমনিক' শ্রেণি অর্থাৎ পুঁজিমালিক, 'বুর্জোয়াসি'। শ্রমিক শ্রেণি/ বুর্জোয়া শ্রেণি, এই বিশেষ অর্থে 'সাব অলটার্ন'।"[৫]

তবে এই 'Subaltern' চর্চা নিমগ্ন থাকে মূলত জনগণের সাংস্কৃতিক - রাজনৈতিক প্রতিনিধিত্ব ও ইতিহাসবেত্তাদের শ্রেষ্ঠত্ব লাভের প্রতিযোগিতা নিয়ে। যেখানে –

> "Accusing colonialist, nationalist and Marxist interpretations of robbing the common people of their agency, it announced a new approach to restore history to the Subordinate."[৬]

অধুনা প্রান্তিক জীবনে দেখা যাচ্ছে, সমাজের অভিজাত বা এলিট সম্প্রদায়ের বিশ্বাস - অভ্যাস - আচার - আচরণজাত সংস্কৃতি (অভিজাত সংস্কৃতি) নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরা ক্রমশ সাঙ্গীকৃত করছে। ফলত এই দ্বিবিধ সংস্কৃতির ঘাত অভিঘাতে এক মিশ্র সংস্কৃতি গড়ে উঠেছে নিম্নবর্গ অধ্যুষিত সামাজিক বিন্যাসে। এই নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতিই ক্রমশ প্রান্তিক সংস্কৃতির রূপ লাভ করেছে।[৭] এই প্রান্তিক সংস্কৃতিই তথা নিম্নবর্গীয় লোকায়ত জীবন - বিন্যাস, আচার - আচরণ, বিশ্বাস - সংস্কার, ভাষা উপন্যাসে উঠে আসছে। স্বাধীনতা পরবর্তী সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসসমূহ এই প্রান্তিক নিম্নবর্গীয় যাপন ও সংস্কৃতির বহুমাত্রিক কথন। বাংলা উপন্যাসে এ এক স্বতন্ত্র অনুশীলন।

আমরা জানি, ১৯টি ব্লকের সমন্বয়ে গঠিত, ৫৪টি বসবাস যুক্ত দ্বীপ, ৯৬৩০ বর্গকিমি আয়তন বিশিষ্ট ভারতীয় সুন্দরবনে চতুর্বিধ জনগোষ্ঠীর বসবাস। মেদিনীপুর থেকে আগত জনগোষ্ঠী, বিহার মানভূম সিংভূম থেকে আগত আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পূর্ববঙ্গ থেকে আগত উদ্বাস্তু জনগোষ্ঠী ও এখানকার নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক পৌন্ড ও মুসলিম সম্প্রদায় - এই চতুর্বিধ জাতিগোষ্ঠীর মিশ্রণ, ধর্মীয় সমন্বয় ও সাংস্কৃতিক আদান - প্রদান ও বিবিধ ভাবধারার সমন্বয়ে সুন্দরবন আজ মিশ্র সংস্কৃতির এক নতুন ক্ষেত্র হয়ে উঠেছে। এক ব্যতিক্রমী লোকায়ত ভাবধারায় চালিত হয় এখানকার মানুষ। সুন্দরবনে সকাল শুরু হয় বনবিবির বন্দনায়, রাত নেমে আসে জাঙ্গুলিক দেবদেবীর সান্ধ্যসঙ্গীতে - এমনটা তাদের বিশ্বাস। তার মাঝে বেঁচে থাকার জন্য কতই না কসরত। জল-জঙ্গল-নদী-খাড়ি, হাতানি-ভরানি-দোয়ানিতে ক্ষুন্নিবৃত্তি নিবারণের তাগিদে জীবন বাজি রাখা। জীবন সংগ্রাম। এ এক ব্যতিক্রমী যাপন। এহেন যাপনকথার বিন্যাস উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অভিমুখের সূচনা করেছে, যাকে বাংলা উপন্যাসের উজান যাত্রা বললে অত্যুক্তি হয় না। আমাদের আলোচনা সেই দিকেই অগ্রসর হবে।

২

হ্যাঁ, জল-জঙ্গল, মাটি-কাদা, নোনা হাওয়া ও দরিয়ার কূলে জীবনসংগ্রাম করে বেঁচে থাকা লোকায়ত জনগোষ্ঠীর বহুমাত্রিক বিন্যাস সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে এক বিশিষ্ট স্থান দখল করে আছে। বনবিবি, শাহজঙ্গলী, নারায়ণী, দক্ষিণরায়ের রাজত্বে বসবাসকারী প্রান্তিক মানুষের বাঁচা - মরা, অম্লতা - তিক্ততা, বিশ্বাস - অবিশ্বাস, আচার - আচরণ, লৌকিকতা - অলৌকিকতা - সবমিলিয়ে এক লোকায়ত জীবন-বীক্ষার নতুন দিক উন্মোচিত হয়েছে সুন্দরবন কেন্দ্রিক উপন্যাসে, স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে। যদিও চল্লিশের দশকে, নাগরিক জীবনের চেনা অলিন্দ থেকে বেরিয়ে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় (পদ্মানদীর মাঝি - ১৯৩৬) আমাদের দেখালেন আঞ্চলিকতার এক বৈভব - কেবল ভাবনায় নয়; চরিত্র নির্মাণে, ভাষায় - স্বতন্ত্র জীবনের

অন্বেষণে। তার আগে অবশ্য কল্লোল যুগের উপন্যাসকাররা রবীন্দ্রবৃত্তের বাইরে এসে 'অপজাত ও অবজ্ঞাত মনুষ্যত্বের জনতার' মুখোমুখি হয়েছিলেন। নেমে এসেছিলেন 'নিম্নগত মধ্যবিত্তের সংসারে। কয়লাকুঠিতে, খোলার বস্তিতে, ফুটপাতে। প্রতারিত ও পরিত্যক্তের এলাকায়।'[৮] পরবর্তীতে আমরা দেখলাম, প্রান্তিক জীবনের অলিন্দে যে একান্ত জীবনস্রোত নিহিত, তাকেই আবিষ্কার করলেন বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়, তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়রা।

তবে পঞ্চাশের দশক থেকেই সুন্দরবন উঠে আসছে সাহিত্যে, মূলত মনোজ বসুর 'জল জঙ্গল' (১৯৫১) উপন্যাসের হাত ধরে। আমরা দেখলাম, একটা আস্ত বদ্বীপে যাপনকারী নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষ – বাউলে-মউলে জেলে-বহরদার-সাইদার – কাঁকড়া মারারা উঠে আসছে উপন্যাসে। পরবর্তীতে শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়, শচীন দাস, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়রা এই ধারাপথকে সাঙ্গীকৃত করে এগিয়েছেন। সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়, অমর মিত্র, সাধন চট্টোপাধ্যায়, কিংবা অমিতাভ ঘোষ সাহিত্যের তুলিকায় সুন্দরবনকে স্পর্শ করেছেন। একুশ শতকে ভূমিপুত্র কথাকার সোহারাব হোসেন, উৎপলেন্দু মণ্ডল, নিরঞ্জন মণ্ডল,বিভু নাগেশ্বর,আদম সফিরা সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জেলে-মৌলে-বাউলে-মাছমারাদের যাপনচিত্রকে সাহিত্যে অঙ্গীভূত করেছেন। করছেন ও। এসবের সুচারু চিত্রণে বাংলা উপন্যাসে এক স্বতন্ত্র অভিমুখ সূচিত হয়েছে।

নাগরিক বন্ধ্যা জীবনের আবেষ্টনী পেরিয়ে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসে ধরা পড়েছে ধূসর জাঙ্গুলিক এক লোকায়ত জীবন। কিন্তু কেমন সে জীবন? হ্যাঁ, এখানকার লোকায়ত জনসমাজ জীবন জীবিকার তাগিদে বিভিন্ন পেশায় নিয়োজিত। সেই ব্যতিক্রমী পেশাভিত্তিক জীবনাচার উপন্যাসের উপাদান হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে। আমরা এবার সেই নিম্নবর্গীয় লোকসমাজের স্বরূপ নির্ণয়ে অগ্রসর হব।

১. বাওয়ালি/ বাউলে : 'বাউলে' শব্দেরই অপভ্রংশ 'বাওয়ালি'। ঝাড় – ফুঁক – তন্ত্র - মন্ত্রে সিদ্ধহস্ত ব্যক্তিই বাওয়ালি বা বাউলে অর্থাৎ গুনিন। আসলে জঙ্গলে হিংস্র বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে রক্ষা পেতে অরণ্যজীবী মানুষ একজন গুনিনকে সঙ্গে রাখতেন, যারা 'বাউলে' নামে পরিচিত। বর্তমানে কাঠ কাটানিয়াদেরও বাউলে বলা হয়েছে। মনে করি, এক্ষেত্রে শব্দের অর্থগত অবনমন ঘটেছে।

২. মৌলে : সুন্দরবনের একশ্রেণির মানুষ জঙ্গলের মধু ভেঙে জীবিকা নির্বাহ করে। সুন্দরবনের গহন জঙ্গলে মউ - চাক ভেঙে মধু অন্বেষণকারীই হল মৌলে।

৩. জেলে – মাছমারা : সুন্দরবনের খাড়ি – ভরানি – দোয়ানি – খাল – বিল - নদী নালা থেকে মৎস্য আহরণকারীই জেলে। তবে কিছু মানুষ চরে চরে ঘুরে শুঁটকি মাছ ধরে, শুকায়। তারপর সেগুলো লাট করে ডাঙায় পাঠায়। জেলে - জেলেনি - প্রত্যেকেই এই কাজে অংশ নেয়। এদের একত্রে মাছমারা বলা হচ্ছে।

৪. মালঙ্গী : সুন্দরবনে লবণ প্রস্তুত কারকদের 'মালঙ্গী' বলা হয়। প্রাচীনকাল থেকে এরা সুন্দরবনে বসবাস করে আসছে। এখনও সুন্দরবনে নদীর তীরে লবণ তৈরির মৃৎভাণ্ড দেখতে পাওয়া যায়। লবণ তৈরির এই পাত্রকে বলা হয় 'মোলাঙ্গা'। 'মোলাঙ্গা' দ্বারা লবণ প্রস্তুতকারকগণ তাই 'মালঙ্গী' নামে পরিচিত।

৫. পশু - শিকারি : বাঘ – হরিণ - বানর শিকারের নেশা সুন্দরবনবাসীকে পেয়ে বসেছে। নেশার বশবর্তী হয়ে, কখনো বা গুপ্ত পথে ব্যাঘ্র হরিণ মেরে বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনের তাগিদেই এই শিকার প্রবৃত্তি।

> "প্রকৃত ব্যাঘ্র শিকারীরা বনের আবহাওয়ায় বনমানুষ হইয়া যায়। ব্যাঘ্রের হাতে তাহারা জীবন বিসর্জন দেয়, আবার বুদ্ধির প্রতিযোগিতায় ব্যাঘ্রকে পরাজিত করিয়া কৃতিত্ব অর্জন করে। বন শিকারীর জীবন-মরণের ক্রীড়াস্থল।"[৯]

অমানুষিক পরিশ্রম, ধৈর্য্য ও বুদ্ধিমত্তার ত্রি-সঞ্চয়েই শিকারিরা হরিণ শিকার সম্পন্ন করে। আবার দরিদ্র মানুষরা অর্থ উপার্জনের তাগিদেই বানরও শিকার করে।

৬. হাঙর ও কুমির শিকারি : জলজ জন্তুর মধ্যে হাঙর ভীষণ ভয়ঙ্কর। চট্টগ্রামের মৎস্যজীবীরা চাকমা ও মগ জাতীয় মানুষরা সুন্দরবন সংলগ্ন নদী, সমুদ্র থেকে হাঙর শিকার করে। খাদ্য হিসাবে তা ভক্ষণ ও করে।[১০] সুন্দরবনের মানুষরা 'চবক' নামক এক প্রকার লৌহনির্মিত সূচাগ্র অস্ত্র দ্বারা কুমির শিকার করে।[১১] কুমিরের চামড়া অর্থ সম্পদ আহরণে বিশেষ ভূমিকা নেয়।

৭. সর্প ও তারকেল (গোসাপ) শিকারি : সাপুড়িয়া সমাজ সুন্দরবনের গহন জঙ্গল থেকে বিষধর সর্প শিকার করে অন্যত্র বিক্রি করে। এছাড়া, ফাঁসি জাল ও হাতের কেরামতিতে তারকেল বা গো-সাপ শিকার করে। অর্থ সম্পদ আহরণের এ এক অভিনব পন্থা।

৮. কাগজি : সুন্দরবনে এক সময় 'গেউয়া' কাঠ দ্বারা কাগজ প্রস্তুত করা হত। এই কাজে জীবিকা নির্বাহকারী ব্যক্তি 'কাগজি' নামে পরিচিত।[১২] বর্তমানে এ পেশা বিলুপ্ত। তারা এখন কৃষিকাজে জীবিকা নির্বাহ করছে।

৯. সানা : নদ-নদী পরিবেষ্টিত সুন্দরবনের বাঁধ ও ভেড়ি রক্ষাণাবেক্ষণের ও তত্ত্বাবধানের জন্য একজন গ্রাম্য মাতব্বর নিযুক্ত করা হত। এরা 'সানা' নামে পরিচিত।[১৩]

১০. বেলদার : সুন্দরবনের মৎস চাষের ভেড়ি কিংবা বাঁধের ঘোগ (ফাটল) মেরামতকারীদের বলা হয় বেলদার।

১১. কৃষক : সুন্দরবন ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকায় এক বৃহৎ সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ কৃষিজীবী। জমিদার, জোতদার, মহাজনদের সঙ্গে তাদের সংঘাত সমাজ বিন্যাসে ঘূর্ণাবর্তের সৃষ্টি করেছে। জমির মালিকানায় তাদের অংশীদারিত্ব কম। ফলে কৃষককূল বর্গা প্রথায় জমি চাষ করতে বাধ্য হয়। সংসার নির্বাহে, তিন চারগুণ মুনাফার চুক্তিতে ধান কর্জ নিতে বাধ্য হয়। এই প্রথাকে 'বাড়ী ধান' বা 'ধান্য বাড়ী' বলে।[১৪] তবে জমিদারি উচ্ছেদের ফলে বর্তমানে এহেন জর্জরিত সমাজব্যবস্থার পরিবর্তন ঘটেছে। কিন্তু কোথাও কোথাও অন্তঃস্রোতের মতো এই বিষবাষ্প কাজ করে চলেছে।আজও।

১২. বহরদার ও দেয়াসি : সুন্দরবনের হিংস্র বন্য জীবজন্তুদের হাত থেকে বাউলে, মউলেদের রক্ষা করার সার্বিক দায়িত্ব নেয় বহরদার ও দেয়াসি। এরা তান্ত্রিক সাধক পুরুষ। তারা হস্তে ধারণ করে মন্ত্রপূত জাদুদণ্ড - আশাবাড়ি ও ছাটাবাড়ি। বহরদাররা দেয়াসিদের তুলনায় নিজেদের উচ্চমার্গের বলে মনে করে। বহরদাররা যে কোন মূল্যে, এমনকি নিজের জীবন বিপন্ন করেও সার্বিক দলকে রক্ষা করে। বাঘরূপী ছাওয়াল পীরের সঙ্গে খণ্ডযুদ্ধ করে (অবশ্যই মন্ত্র বানে) গোটা দলকে বিপন্মুক্ত রাখে। পক্ষান্তরে দেয়াসিরা উচ্চমানের কাঠ পাবার আশায় দলের কোন এক সভ্যকে বাঘের মুখে তুলে দেয়। হয়ত তাই তাদের নাম দেয়াসি এমনটা মনে করেন বহরদাররা।[১৫] ফলত তাদের মধ্যে অন্তর্বিরোধ প্রবল।

১৩. সাইদার : মৎস্যজীবী সম্প্রদায়ের নির্দেশক সাইদার। এক একটা নৌকায় ১০/১২ জন জেলেদের সঙ্গে একজন সাইদার থাকে। বহরদারদের মতো তারাও সাধকপুরুষ। মন্ত্র বলে বন্যজীবজন্তুদের হাত থেকে কিম্বা সামুদ্রিক বিপদ থেকে মৎস্যজীবী সম্প্রদায়কে রক্ষা করাই তাদের কাজ।

সুন্দরবনের এই সকল নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ও তাদের জীবনাচারণ উপন্যাসের কায়া গঠন করেছে। এই সমস্ত উপাদানের সমন্বয়ের বাংলা উপন্যাসে একটি নতুন অভিমুখ সূচিত হয়েছে। বলাবাহুল্য, তা বিশ শতকের মাঝামাঝিতে এসে।

৩

স্বাধীনোত্তর বাংলা উপন্যাসে বলিষ্ঠভাবে লোকায়ত পৌরুষ তথা নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক গ্রামীণ জাঙ্গুলিক যুথবদ্ধ জীবন, এক কথায় প্রান্তিক সুন্দরবনের জীবনচর্যা, জীবনবীক্ষা, সংস্কার – আচার - আচরণ, আধিভৌতিক ও আধিবৈদিক বিশ্বাসের কাহিনি রসসম্পৃক্ত ভাবে প্রকাশিত হয়েছে মনোজ বসুর রচনায়। তাঁর 'জলজঙ্গল' (১৯৫১) ও 'বন কেটে বসত' (১৯৬১) বাদা অঞ্চলেরই জীবন চিত্রণ। বনবিবির অপার করুণা, কিংবা দৈহিক প্রবৃত্তির এক জটিল আবর্ত অথবা নয়া আবাদ পত্তনের জন্য মানুষের বিরামহীন সংগ্রাম - এসবেরই বাস্তবিক বিশ্লেষণ মনোজ বসুকে কালোত্তীর্ণ করেছে। এ কথা সত্যি–

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

> "কল্লোল যে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছিল ইট – কাঠ – লোহা - লক্কড়ের মধ্যে, মনোজ তাই খুঁজে পেয়েছিল বনে – বাদায় – খালে - বিলে। পতিত আবাদে। সভ্যতার কৃত্রিমতায় কল্লোল দেখেছে মানুষের ট্রাজেডি। প্রকৃতির পরিবেশে মনোজ দেখেছে মানুষের স্বাভাবিকতা।"[১৬]

'জলজঙ্গল' - এর কেতুচরণরা বাদাবনের ব্যাঘ্রতুল্য তেজস্বিতায় বলিয়ান। আর মধুসুদন সমবায়িক সমাজ গঠনের রূপকার, মানিকের হোসেন মিঞার উত্তরসূরি। 'বন কেটে বসত' উপন্যাসের জগন্নাথ, বলাই, রাধেশ্যাম - যারা অর্ধসভ্য, অর্ধমানবের তকমাধারী (তথাকথিত সভ্যদের চোখে), তারাই সুন্দরবনের বসতি স্থাপনের, সভ্যতা নির্মাণের কারিগর। পেয়েছি মন্ত্রধারী চরিত্র - মহেশ বাউলেকে। তাঁদের বাঁচা - মরা, লৌকিকতা, অলৌকিকতা ও সভ্যতার জন্মদানে হাড়হিম করা জীবনালেখ্য রচনা করলেন মনোজ বসু। সেখানে প্রত্যক্ষ হয় বসতি স্থাপনের কঠোর সংগ্রাম, মাছমারাদের জীবনসংগ্রাম, আলা নির্মাণ, ভেড়ি দখলের লড়াই, বেলদার – সিল - দানো ঝুটো - দাঁড় পোঁতা - সুন্দরবনীয় কর্মপন্থা, শেষমেষ সভ্যযন্ত্রণার বিষবাষ্পে বসতি উচ্ছেদে নির্মম যন্ত্রণা। সভ্য সমাজের করাল থাবায় বাদাবনের অর্ধসভ্য মানুষরা ক্রমশ বিতাড়িত হয়ে কালাপানির মুখোমুখি হয়। তথাপি মরে না। বন কেটে আবারও বসত বানায়। বাঁচার স্বপ্ন দেখে। এভাবেই জীবনের প্রতিষ্ঠা দেন মনোজ। সুন্দরবনের জল জঙ্গল জীবন প্রান্তিক সোঁদাভেজা কাদামাটির বাস্তবতাকে প্রকাশ করে বাংলা সাহিত্যে নতুন দ্বার উন্মুক্ত করেছেন মনোজ বসু।

শিবশঙ্কর মিত্রও সুন্দরবনের 'Core Zone' - এর বাস্তবতার দিশারি। তাঁর সৃষ্ট চরিত্র - আর্জান, কলিম, অনিল, লায়লারা লড়াই করে বনের সঙ্গে, জন্তুর সঙ্গে, এমনকি জোতদার, মহাজনদের সঙ্গেও। আর্জান, ফতেমা (সুন্দরবনে আর্জান সর্দার, ১৯৫৬), কলিম, লায়লা (বনবিবি), ১৯৬৬), অনিল, সবুর, মন্মথ (বেদে বাউলে, ১৯৮৫)-দের জীবনসংগ্রামের বহুরৈখিক নির্মাণ সুন্দরবনের Core Zone - এর প্রেক্ষিতে, ইতিপূর্বে বাংলা উপন্যাসে দেখা যায় নি। আর্জানের বাঘ শিকারের রুদ্ধশ্বাস বাস্তব কাহিনীর পাশাপাশি শিবশঙ্কর মিত্র দেখাচ্ছেন অনিলের 'বেদে' থেকে 'বাউলে' উন্নীত হওয়ার সংগ্রাম। সঙ্গে আক্রাম বাওয়ালির আধিদৈবীক লোকমানস। এহেন নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক জাঙ্গুলিক চরিত্রগুলির বাস্তব অস্তিত্ব লেখক স্বীকার করেছেন -

> "এই আয়োজনে যেসব ঘটনা ও ছবি তুলে ধরা হয়েছে তার একটিও অবাস্তব বা অলীক নয়। ঘটনাগুলি যেমন সত্য, তাদের নামগুলিও হারাতে চাইনি। অবিকল আছে। ... এরা সবাই দুর্ধর্ষ বনের সম্মুখে বাঙালির বীরত্ব ও মহত্ত্বের প্রতিভূ।"[১৭]

এদের কান্না হাসির কোলাজের সঙ্গে শিবশঙ্কর মিত্রের প্রত্যক্ষ সংযোগ বিদ্যমান ছিল। তার উপন্যাসে জঙ্গলের ভয়াবহ বাস্তবতার পাশাপাশি দুর্ধর্ষ বাঘ শিকারিদের রুদ্ধশ্বাস জীবন বলিষ্ঠ ভাবেই প্রকাশিত। আক্ষেপের বিষয় এমন একজন ঔপন্যাসিক বাংলা সাহিত্যে উপেক্ষিতই থেকে গেছেন।

নাগরিক জীবনের খিস্তি খেউড় ও ব্যঙ্গ বিদ্রূপকে উপেক্ষা করে বরেন গঙ্গোপাধ্যায় জল ও জঙ্গলজীবী মানুষের হৃদয়ার্তি ও জীবনসংগ্রামের ধ্বস্তাধ্বস্তি চিত্র উপন্যাসে অঙ্গীভূত করেন। গোসাবার শম্ভু নগরে শিক্ষকতার সূত্রেই জেনেছেন জল ও জঙ্গলের সঙ্গে আন্তঃসম্পর্ক সূচিত হয়েছে যাদের - সেই অনাড়ম্বর ধূসর জীবনসম্পৃক্ত মানুষের কাহিনি। মনোজ বসুর মতো বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ও নাগরিক চৌহদ্দি অতিক্রম করে বাংলা উপন্যাসে রোমান্টিসিজম খুঁজে পেয়েছিলেন প্রান্তিক হেজে পুড়ে স্নাত হওয়া নির্মেদ জীবনের মাঝে। তাই তার দৃষ্টি প্রসারিত হয়েছে বাদাবনের গর্ভে, মাটির রন্ধ্রে, নদীর খরস্রোতায়, জঙ্গলের বৃত্তে। সেই প্রসারিত দৃষ্টির অত্যুজ্জ্বল বর্ণন 'বনবিবির উপাখ্যান' (১৯৭৮), 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' (১৯৭৯), 'বাগদা' (১৯৮৯) - প্রভৃতি উপন্যাসে ধরা পড়েছে। বনবিবি ও বাঘের রাজ্যে সওয়ার হওয়া মানুষদের আবিষ্কারের গল্প হয়ে ওঠে তার উপন্যাস। 'বনবিবির উপাখ্যান' - এ জঙ্গল কেটে আবাদ পত্তনের পাশাপাশি আছে দৈবনির্ভর মানুষের বিশ্বাস – সংস্কার – আচার - আচরণের বহুমাত্রিক চিত্রণ। বিরুদ্ধ প্রকৃতি ও বিরুদ্ধ মানুষের সঙ্গে লড়াই করে বাঁচতে হয় রজনী, ঈশান, মকবুল গৌরীদের। এককথায়, আবাদ পত্তনে প্রান্তিক মানুষের অস্তিবিদারক সংগ্রামের আলেখ্য 'বনবিবির উপাখ্যান'।

সাধক, শামান, গুনিনদের অন্ধবিশ্বাস, তন্ত্রমন্ত্র, জঙ্গলাচারের প্রসঙ্গ বিন্যস্ত হয়েছে 'সন্ন্যাসী বাওয়ালি' উপন্যাসে। আবার মাছমারাদের কঠোর জীবনসংগ্রামের সুনিপুণ চিত্রণ 'বাগদা', যেখানে কায়েমি স্বার্থের প্রতীক রূপে হাজির হয় প্রসন্নবাবু, অক্ষয়বাবুরা। সব মিলিয়ে বরেনের লেখনীতে সুন্দরবনের লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ প্রকাশ। নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের অম্লমধুর দিন যাপনের গ্লানি বরেন গঙ্গোপাধ্যায়ের নব-নিরীক্ষার উৎসমুখ।

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কুবের বিষয় আশয়' (১৯৬৭) উপন্যাসে গ্রামজ লোকজ জীবনবীক্ষার সুনিপুণ চিত্র প্রতিফলিত। কুবের আধুনিক শূন্য রিক্ত 'Hollow men' - এর প্রতিভূ। কুবের যেন লেখকেরই এক সত্তা, যে যন্ত্র জীবনের ঘূর্ণাবর্তে দিশেহারা হয়ে ক্রমশ ছুটে চলেছে মাটির কাছাকাছি। উপন্যাসটি 'বিষয়' 'বিষ' -এ পর্যবসিত হওয়ার এক ইতিহাস। সবকিছু পাওয়ার নেশায় সর্বস্বান্ত হওয়া এক মানুষকে ঔপন্যাসিক তুলে ধরেন প্রান্ত সুন্দরবনের গ্রামজ জীবনবীক্ষার সমান্তরাল করে। স্বপ্ন বিকিকিনির সওদাগর কুবের প্রান্ত সুন্দরবনের কদমপুর ছাড়িয়ে গহন সুন্দরবনের মেদনমল্লদুর্গ নিকটস্থ 'চড়াবিদ্যা'য় আবাদ পত্তনের মরিয়া প্রয়াস চালায়। ঔপন্যাসিক চরভূমির জীবনচর্যার নয়া উন্মোচন করেন।

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'জলজঙ্গলের কাব্য' (১৯৮০) উপন্যাসে মাধব ওঝা কিংবা মনোরঞ্জনের পাঁচালির মধ্যে জড়িয়ে আছে সুন্দরবনের সংগ্রামমুখর হাভাতে মানুষের বেঁচে থাকার করুণ আবহগীতি। সেই সঙ্গে পরিমল মাষ্টার ও সুলেখা দিদিমণির কর্মপ্রচেষ্টার মধ্যে সমবায়িক সমাজদর্শনও প্রতিফলিত।তুষার কাঞ্জিলাল ও বীণা কাঞ্জিলালের আদর্শে জারিত পরিমল ও সুলেখার চরিত্রের মাধ্যমে ঔপন্যাসিক সাম্যচেতনার প্রকাশ ঘটান। সুন্দরবনের সংগ্রামঋদ্ধ মানুষের জীবনালেখ্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে মাধব ওঝা, মনোরঞ্জন, বাসনা, ডলিদের চরিত্রে। সুনীলও দেখালেন ওঝা বা গুনিন চরিত্রের উপন্যাসে উর্ধায়নের পাঠকৃতি। সুন্দরবনের এ এক স্বতন্ত্র জীবন, কান্নাহাসির কোলাজ।

সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'গহিন গাঙ' (১৯৮০) উপন্যাসে সুন্দরবনে গজিয়ে ওঠা মালো সমাজের বেআব্রু জীবন, তাদের বাঁচার লড়াই, হিংসা-বিদ্বেষ, শোষক-শাসিতের সম্পর্কের জটিলতা, কো- অপারেটিভের সঙ্গে মহাজন - খটিদারদের সংঘাত, ভাইয়ে ভাইয়ে বৈষয়িক বিবাদ - ইত্যাকার সামাজিক বিন্যাসের সুনিপুণ চিত্র ফুঠে উঠেছে। স্বল্পায়তন বিশিষ্ট এই উপন্যাসে এক বৃহৎ ভাবনার সন্নিবেশ দেখা গেছে। ডা. ভূপতি বর্মণ ও শ্রীপদরা সমবায়িক সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখে। সুন্দরবনের মানুষদের আর্থিক সুরক্ষায় এগিয়ে আসে কিন্তু বাধা হয়ে দাঁড়ায় খটিদার আবদুল ও মহাজন ঈশ্বর মণ্ডলের মতো স্বার্থান্বেষী মানুষ। ফলত এক সামাজিক ও অর্থনৈতিক সংঘাত চরমে ওঠে। এরই পাশাপাশি উঠে এসেছে ধর্মীয়, রাজনৈতিক, ও সংস্কারগত সংঘাতের বহুমুখী চিত্র। সুন্দরবনের আস্ত জীবন, লৌকিক ও পারলৌকিক বিশ্বাস - সংস্কারের (বাঘের মুখে চলে যাওয়া মৃত মানুষের আত্মার শান্তি কামনায় 'কুশপুতুল' পোড়ানো) অকথিত কথন স্পষ্ট করেছেন ঔপন্যাসিক। বেতনা তীরবর্তী নিম্নবর্গীয় মাছমারা মালো সমাজের জীবনসংগ্রাম ও জীবনজিজ্ঞাসার বহুরৈখিক বয়ান সাধনকে লিখতে হয়েছে সামুদায়িক ও সাম্যচেতনায় জারিত হয়েই।

'সুন্দরবন কেন্দ্রিক কথাকার' - এর তকমাধারী ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায় বাংলা উপন্যাসে মোড় ফেরানো একটি নাম। সুন্দরবনের দ্বীপ বা চরকে নিয়ে প্রথাগত ভাবনার বদল ঘটালেন তিনি। চরজীবনের ব্যতিক্রমী আখ্যান আধুনিক বাংলা উপন্যাসে যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছে, তারই উদ্গাতা ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়। সুন্দরবনের অজস্র দ্বীপ বা চর কীভাবে জীবনসংগ্রামে বেঁচে থাকার উৎস ভূমি হয়ে ওঠে, তারই নির্মল আলেখ্য 'রামপদর অশন ব্যসন' (১৯৯৩)। 'রামপদর অশন-ব্যসন' দিয়েই বাংলা উপন্যাসের প্রেক্ষিতটি বদলে গেল সুন্দরবনের ট্যাংরার চরে রামের খড় ব্যবসার সূত্র ধরে। 'এক চরে বসবাস, আর এক চরে রোজগার' সুন্দরবনবাসীদের কাছে নিত্য সত্য হয়ে দাঁড়ায়। রাম, উত্তরা, উলুপী, আন্ধারী, কান্ত প্রত্যেকেরই জীবনের পরতে পরতে জড়িয়ে থাকে চরের গন্ধ। উত্তরা-আন্ধারীরা যেমন লবণ তৈরি (মালঙ্গি) করে, তেমনি উলুপী কান্তরা চরে ঘাস কাটে। চরই হয়ে ওঠে চরবাসীদের বাঁচার অবলম্বন। চর – জমি – খড় - মোষ এক অজানা অচেনা লোকায়ত বৃত্তে নতুন জীবন - চরজীবন - বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। বাংলা সাহিত্যে মোড় ফেরানো একটি উপন্যাসও বটে।

শীতের শুটকির সিজনে (মাত্র চার মাস) সুন্দরবনের চরভূমিতে বসবাসকারী সাবাড়ে, মাছমারা খটিদারদের বিধ্বস্ত ও সংগ্রামী জীবনের অনবদ্য রূপায়ণ 'চরপূর্ণিমা' (১৯৯৫) ও 'সমুদ্রদুয়ার' (২০১০)। সুন্দরবনের বকখালির অদূরে

'কালিস্থান' নামক চরটিই 'চরপূর্ণিমা' উপন্যাসে 'বালিস্থানের চর' নামে উঠে এসেছে। শুটকি মাছের সিজনে সেই চর কলোনির চেহারা পায়। পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে নারী পুরুষরা আসে রোজগারের আশায়। সঙ্গে চাল – ডাল – জাল – হোগলা – বাখারি - বিছানাপত্র। চরের বুক ফুঁড়ে অস্থায়ী জীবিকার ছাউনি গড়ে তোলে। ট্রলার ভর্তি লালপাতি, ভোলা, নিহেড়ে, মরা কামট, হাঙর ফিরলে শুকনো চর জীবিকার রসে সিক্ত হয়ে ওঠে। প্রশাসনিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ করে তারা চর আঁকড়ে পড়ে থাকে। এই একই ভাবনার বহুমাত্রিক রূপায়ণ আবারও দেখা গেছে 'সমুদ্র দুয়ার' (২০১০) উপন্যাসে। 'সমুদ্র দুয়ার' - এ 'নতুন দ্বীপ' - এ মেছো কলোনির পত্তন এবং পঞ্চান্নটি পরিবারের সমন্বয়ে এক সামুদয়িক সমাজ গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছেন ঔপন্যাসিক - যেখানে শ্রমের সঙ্গে বাঁচা মরা ওতপ্রোতভাবে মিশে গেছে। 'ভুবনতলা' থেকে সাত আট মাইল দূরে সমুদ্রে উত্থিত একটি দ্বীপ উপন্যাসে 'নতুন দ্বীপ' নামে পরিচিত। বাস্তবিকই এটি জম্বুদ্বীপের নিকটস্থ। মিতামাগুিই হয়ে ওঠে সেই চরের ধাত্রী। ঔপন্যাসিক ভুগোলের ব্যাপ্তি তথা দেশকালের গণ্ডি ছাড়িয়ে এক সাংস্কৃতিক চলমানতাকে প্রকাশ করেন।

সুন্দরবনে 'নতুন দ্বীপ' কিংবা 'বালিস্থানের চর' - এর মতো অসংখ্য দ্বীপ জেগে ওঠে। সমুদ্র দুয়ারে গজিয়ে ওঠা চরে নিরন্ন, নিরাশ্রয় মানুষরা ছুটে আসে। চরকে কেন্দ্র করে এক নতুন সমাজ, নতুন এক সভ্যতার জন্ম হয়। কিন্তু তথাকথিত সভ্য মানুষের করাল থাবায় কিংবা প্রশাসনিক আগ্রাসনে বাস্তু উচ্ছেদ হতে হয়। কখনো বিতাড়িতের কণ্ঠে প্রতিবাদের ভাষা জেগে ওঠে (চর পূর্ণিমা), কখনো বা পরাজয়কে মেনে নিয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করে। নির্বাসিত এই মানবাত্মার সংঘবদ্ধ প্রতিরোধ এবং বিতাড়নের যন্ত্রণা ঝড়েশ্বরের উপন্যাসে নতুন প্রত্যয় নিয়ে উঠে এসেছে।

ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়ের 'চরপূর্ণিমা'র ধারাপথের নতুন সংযোজন অমর মিত্রের 'ধনপতির চর' (২০০৭)। ধনপতির চরের ছ'মাসের (কার্তিক - চৈত্র) এক আজব পৃথিবীর সন্ধান দিলেন ঔপন্যাসিক। শুটকি মাছের সিজনে ছ'মাসের অস্থায়ী সংসার, অস্থায়ী দাম্পত্য জীবনের ব্যতিক্রমী কথন ঔপন্যাসিক ফুটিয়ে তুললেন। সেই সঙ্গে ইতিহাসের বোধ আর ভূগোলের ব্যাপ্তি ছাড়িয়ে জীবন - জীবিকা ও আর্থ সামাজিক সম্পর্কের বহুরৈখিক চলন ও খোলস বদলানোর বয়ান রচনা করলেন অমর মিত্র। ধনপতির চরে উপার্জনের জন্য পার্শ্ববর্তী ঘোড়াদল ক্যানিং থেকে চরপুরুষ ও চরনারীরা আসে। বর্হিজগৎ থেকে ব্যবসায়ীরা আসে। মীনা বাজারের পত্তন হয়। কিন্তু অচিরেই নেমে আসে 'গরমেন'ই আগ্রাসন। চর দখলের সঙ্গে নারী দখলের লড়াই। নারী যেন ভোগ্যবস্তু ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতার এই স্পষ্ট চেহারার বিরুদ্ধাচারণ করে নারী তার স্বাধিকার প্রতিষ্ঠায় সংঘবদ্ধ হয়। সেই সঙ্গে তাদের একমাত্র উপার্জিত চরভূমি যা কিনা সরকারি পয়স্থ ভূমিও বটে - এই জিগির তুলে তা দখল করতে চায় প্রশাসন। এরই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলে একুশ শতকের নারী শক্তি - কুন্তি, বাতাসি, যমুনারা।

'চর' নামান্তরে ভূমি বা জমি রক্ষার্থে কুন্তিদের এই সংগ্রাম দেশ-কাল-নিরপেক্ষ বৈশ্বিক হয়ে ওঠে। রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জনজাতির জমি বা মাটি কামড়ে পড়ে থাকার সমপর্যায়ভুক্ত হয়ে ওঠে এই নারীসংগ্রাম, যা একুশ শতকের অস্থিবিদারক এক জ্বলজ্যান্ত বাস্তব সমস্যা। 'ধনপতির চর' উপন্যাসের আবেদন তাই বহুমাত্রিক। ড. তপোধীর ভট্টাচার্য যথার্থই বলেছেন-

> "সমাজতান্ত্রিক আদর্শে জারিত অমর মিত্র সমাজ-রাষ্ট্র ও রাষ্ট্র পরিচালন গরমেন কর্তৃক ধর্ষিতাদের ভূগোল নিরপেক্ষ অস্তিত্বের বৃত্তান্ত রচনা করেন।"[১৮]

প্রাচীনত্বের মোড়কে (ধনপতি, পেদরু) নবীন পৃথিবী তথা রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসন এখানে স্পষ্ট। সুন্দরবনে নতুন গজিয়ে ওঠো এক চর, যা জেলে-জেলেনিদের বাঁচার একমাত্র অবলম্বন তাকেই রাষ্ট্র করতলগত করতে চায় চরবাসীদের উচ্ছেদ করে। আর তারই বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ নারীশক্তির জাগরণ - জাদুবাস্তবতার মোড়কেই অমর মিত্র বয়ন করলেন 'ধনপতির চর'। স্বভাবতই 'ধনপতির চর' বহুবাচনিক উপন্যাসের একটি মাইলষ্টোন।

চরকে নিয়ে গজিয়ে ওঠা নতুন কলোনি, অস্থায়ী সংসার ঝড়েশ্বর ও অমর মিত্রের চিন্তার এই মৌলিকত্ব বাংলা উপন্যাসে নতুন দিশার হদিস দেয়। যদিও হোসেন মিঞার 'ময়নাদ্বীপ' আমরা পূর্বেই পেয়েছি। কিন্তু 'ময়নাদ্বীপ'

আসলে 'Utopia' - কল্পরাজ্য। কিন্তু আধুনিক কথাকাররা সেই ঐতিহ্যকে অনুসরণ করলেও একুশ শতকীয় চিন্তাচেতনায় তা আর অবাস্তব থাকে না - বাস্তবাধিক বাস্তব হয়ে ওঠে। বাংলা উপন্যাসের বদল বৃত্তান্ত রচিত হয়ে যায় এই অতিবাস্তব চর আখ্যানে।

বিশ্বখ্যাত ইঙ্গ-ভারতীয় কথাশিল্পী অমিতাভ ঘোষ শিল্পের দায়বদ্ধতা মেনে ঢুকে পড়লেন সুন্দরবনের স্রোততরঙ্গে, দ্বীপের নতুন সমাজ বিন্যাসের অলিন্দে। সুন্দরবনের হাজা-পোড়া-এগজিমাময় মানুষের অস্তিত্বরক্ষার বিরামহীন পথ চলার কাহিনি রচনা করলেন 'দি হাংরি টাইড' (২০০৪) উপন্যাসে। গ্রামজ - লোকজ ও ইতিহাসজ জীবনবীক্ষার এক অসাধারণ নিদর্শন 'দি হাংরি টাইড'। কাহিনির যাত্রাপথ সুদীর্ঘ - সুদূর আমেরিকা থেকে সুন্দরবনের গোসাবার 'লুসিবাড়ি'। আমেরিকা থেকে আগত গবেষক পিয়ালী রয় (গবেষণার বিষয় - গ্যাঞ্জেটিক ডলফিন) ওরফে পিয়ার সুন্দরবনে আগমন এবং কানাই ও ফকিরের সঙ্গে তারই জীবনবৃত্তের সমান্তরাল করে সুন্দরবনের ভয়াল ভয়ঙ্কর প্রকৃতি ও তার নান্দনিক দিকের উন্মেষ ঘটিয়েছেন ঔপন্যাসিক। বর্তমানের সুন্দরবন আর অনতি অতীতের মরিচঝাঁপি - এই দুয়ের বিন্যাসে গড়ে ওঠা চরিত্র সমূহ নির্মল, নীলিমা, হরেন, কুসুম, কানাই, ফকির, পিয়া- এক নিটোল অবয়ব পেয়ে যায় ইতিহাস সম্পৃক্ত হয়ে। নির্মলের ডায়েরি আর মরিচঝাঁপি হামলায় বেঁচে থাকা এক প্রাণ ফকিরই সুন্দরবনের অতীত ও বর্তমানের সংযোগ রক্ষাকারী। সুন্দরবনের নিম্নবর্গীয় কুসুম, হরেন, ফকিরদের যন্ত্রণাবিদ্ধ কাহিনি উঠে এসেছে মরিচঝাঁপির সমান্তরাল করে। সঙ্গে বনবিবির পালাগান ও। 'হাংরি টাইড' - এ অতীত ও বর্তমানের মধ্যে দিয়ে আস্ত সুন্দরবনের সামাজিক ও রাজনৈতিক অভিকরণকে চিহ্নিত করেছেন ঔপন্যাসিক। সেই সঙ্গে প্রগতিশীল সমাজবাদী, ভাববাদী আদর্শের (নির্মলের) সঙ্গে বাস্তববাদী আদর্শের (নীলিমার) সংঘাত- এই উপন্যাসের নতুন ভূমি তৈরি করেছে।

সোহারাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনি' (২০১১) উপন্যাসে সুন্দরবনের 'Core Zone' এর বাস্তব চিত্র ফুঠে উঠেছে। ধঞ্চি, বিজিয়াড়া, কলস ক্যাম্প, বনি ক্যাম্প, ছোট চামটে, বড় চামটে, ডাঙাডুলি - ইত্যাকার দ্বীপের বাস্তব চিত্র ও দ্বীপে পদচারণাকারী কাঠকাটা বাউলে মউলেদের সংগ্রামী জীবনের অনবদ্য প্রকাশ 'গাঙবাঘিনি'। একদিকে দেশভাগের যন্ত্রণা, অন্যদিকে নিঃসঙ্গ হৃদয়ের আর্তি উপন্যাসের মৌল চরিত্র অধরকে ক্ষতবিক্ষত করে। সেই ক্ষতের জ্বালা নিবারণের একমাত্র দাওয়াই কাজলা। অথচ কাজলা জ্যান্ত বনবিবির তক্কা এঁটে আধোবৃত্তের পিঞ্জারা তৈরি করে। এটাই উন্মাদপ্রায় অধরের ট্রাজেডি। সেই ট্রাজেডির পরতে পরতে উঠে এসেছে বাউলে, কাঠকাটানিয়া-মাছমারা বনচারী মানুষের দেশজ, লোকজ বিশ্বাস, আচার প্রথা, লৌকিকতা, অলৌকিকতা, বনবিবি, দক্ষিণরায়, কপিলমুনি, বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ - ইত্যাকার প্রসঙ্গ, যা 'গাঙবাঘিনি'কে পরিপূর্ণতা দিয়েছে। পেয়েছি মন্ত্রিশক্তিতে বলীয়ান হানিফ সাঁইদারের মতো চরিত্র। সীমান্ত অতিক্রমকারী বাঘের প্রতীকে অধরের ছিন্নমূল হবার বৃত্তান্ত ও দেশভাগের যন্ত্রণা এবং সেই সাথে বাঘিনির শরীরের 'আতপ' গন্ধে বাঘের বর্ডার অতিক্রমন যেন কাজলার প্রতি অধরের হৃদয়বত্তার তীব্র আকর্ষণকেই সুচিত করে - যা ঔপন্যাসিকের শিল্প নৈপুণ্যের পরিচায়ক। সোহারাব হোসেনের 'গাঙবাঘিনি' তাই দেশ-কাল ইতিহাসের সীমা অতিক্রম করে যায়।

'প্রবহমান ধারায় প্রাণোচ্ছল' যে জীবন,সে তো আপন ছন্দে বয়ে চলে সমূহ ঝঞ্ঝা-বাত্যা অতিক্রম করে। কখনো কখনো যন্ত্রণার ফেনিল হাওয়া মেদমজ্জা ভেদ করে হিমশীতলতা দান করে। তবুও বাঁচার আকাঙ্খাকে আঁকড়ে ধরে বাঁচতে চায় মানুষ। তখন দেখা যায় 'কোজাগরী পূর্ণতা' - এ হেন বৃত্তান্ত নবীন ঔপন্যাসিক উৎপলেন্দু মণ্ডলের হৃদয় স্পর্শ করে যায়। তাঁর লেখনীতে বেরিয়ে আসে সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবনের নিদারুণ যন্ত্রণা জল ও অরণ্যজীবী মানুষের বারোমাসের ক্রন্দন ধ্বনি। তিনটি ছোট ছোট নভেলেটে - কুসুমকথা, আঠারো ভাঁটির মা ও নোনাভুঁই - এ ফুটিয়ে তোলেন সুন্দরবনের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর জীবনকাব্য 'জলজঙ্গলের বারমাস্যা' (২০০২)। তাঁর উপন্যাসে প্রান্তিক মানুষের জীবনসংগ্রাম ও জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত। প্রান্তিক জীবন যেন পদ্মপাতায় জল, ভালবাসা দূর বিসর্পিল নদীর মতো কূল ভাঙে। বিদ্যা, মাতলা, ঠাকুরনের জল আলগোছে ভাসিয়ে দেয় বর্ণময় জীবন। সেই জীবন শুরু যায় খুব দ্রুত, ফুরিয়ে যায় আরো দ্রুত। সেই দ্রুত শুরু হওয়া ও ফুরিয়ে যাওয়া জীবনের নির্মল আলেখ্য 'গৌড়দহ' (২০১১)। ক্যানিং, বাসন্তি, কুলতলি, মেরিগঞ্জ, গোসাবা, সোনাখালি, গোলাবাড়ির দহবৃত্তে গড়ে ওঠা প্রান্তিক মানুষের আকাঁড়া অভিজ্ঞতা ও জীবনসংগ্রামের সকরুণ চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে 'গৌড়দহ' উপন্যাসে। এক ভণ্ড সাধু গৌরের জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ ধ্বনিত

হয়েছে উপন্যাসে। এ হেন জীবনযন্ত্রণার আর এক প্রস্ত বিন্যাস আবারও দেখা গেছে 'সেতু' (২০১২) উপন্যাসে। বাসন্তির সেতু পার্শ্ববর্তী জনপদের আলেখ্য এই উপন্যাস। ঔপন্যাসিকের সাধ ও সাধ্যের মধ্যে কিছুটা ফারাক লক্ষ্য করা গেলেও প্রান্তিক জনপদের জীবন বিন্যাসের বহুমাত্রিক প্রয়াস - অবশ্যই প্রশংসনীয়।

নিরঞ্জন মণ্ডলের (১৯৫৫) লেখনী সুন্দরবনের কোর জোনকে ধারণ করেই অগ্রসরমান। তার লেখা এক অনাস্বাদিত মাধুর্য বহন করে আনে পাঠকের মনে। জঙ্গলের সঙ্গে আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থাকা মানুষজন – বাউলে - মউলে কাঁকড়ামারি - মিনমারি, প্রান্তিক জল ও জঙ্গলের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত সংগ্রামী মানুষজন নিরঞ্জনের লেখনীর জারক রস। চোখে দেখা বাস্তব জীবনের সঙ্গে লোকায়ত অধিচেতনার দ্বিবিধ মিশ্রণই তাঁর সাহিত্য রচনার মৌল চাবিকাঠি। 'বাদাবনের পদাবলী' (২০১৯), 'উজান ভাটির কথকতা' (২০২০), সম্প্রতি প্রকাশিত 'ঠাকুর ঠাকুর ডয়রা কলা' (২০২১), 'বাদাবনে কমলে কামিনী' (কিশোর আখ্যান - ২০২১) - ইত্যাকার রচনার আখ্যানের সঙ্গে জড়িয়ে আছে বাদাবনের নোনা হাওয়ার ঝাপট, কুমির - কামোট, বাউলে-মউলেদের রুদ্ধশ্বাস জীবনের আকাড়া অভিজ্ঞতা। সেই সঙ্গে তন্ত্র – মন্ত্র – ক্রিয়া - আচার - সব একাকার হয়ে যায় তার লেখনীতে। এভাবেই জীবন ঘনিষ্ঠ হয়ে ওঠেন তিনি।

সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবনের নানান অনুষঙ্গ, জীবন-জীবিকার সংগ্রাম অথবা সংগ্রামহীনতা, মন্ত্রশক্তির উজ্জীবন, বেঁচে থাকার দুর্দম প্রয়াস - সবই আমরা দেখি তার বাদাবনের পদাবলীতে –

> "সুন্দরবনের জলজীবী বনজীবী, দলিত খেটে খাওয়া মানুষ, তাদের জীবন - জীবিকা লৌকিক দেবদেবী - এসব নিয়েই জড়িয়ে থাকা যে বিস্তীর্ণ লোকসংস্কৃতি, তা নিয়েই বই। জলে জঙ্গলে হিংস্র পশু, আর প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে টিকে থাকার জীবনসংগ্রাম। আর সেই জীবন সংগ্রাম, তার নিজের চলা দিয়ে তৈরি হয় লোকসংস্কৃতি। তাই মুখে মুখে তৈরি হয়ে যায় 'জ্বালান', 'খিলান', 'চালান' মন্ত্র'।"[১৯] (এই সময়, ৩০. ০৬. ২০১৯)

এসব নিয়েই রচিত নিরঞ্জনের 'বাদাবনের পদাবলী' এক ব্যতিক্রমী মননের সন্ধান দেয়।

'উজান ভাটির কথকতা' (২০২০) উপন্যাসে লেখক সুন্দরবনের কোর জোনের পরতগুলো একে একে উন্মোচিত করেছেন। মাছমারা, মিনমারা, কাঁকড়ামারা, বাউলে-মউলদের জীবন সংগ্রামের মর্মন্তুদ বয়ান নির্মোহ দৃষ্টিতেই নির্মাণ করেন নিরঞ্জন। সুন্দরবনের লোকায়ত সংস্কৃতির এক ফল্গুস্রোত - আখ্যানকে সিক্ত করে নিবিড় ভাবে। সেই সাথে কেবল জঙ্গলের বাঘ নয়, ডাঙার বাঘ তথা আড়তদার খটিদারদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যও চিত্রায়িত করেন। তার নারান, শুকো বাউলে-ইত্যাকার চরিত্ররা কালের চক্রে হারাবার নয়। যে দৃষ্টিভঙ্গির প্রসারতায় একটা লেখনী শেষাবধি শিল্প হয়ে ওঠে, সেই প্রসারতা আমরা অবলীলায় দেখতে পাই 'উজান ভাটির কথকতা'য়। হ্যাঁ, সাহিত্যের এক নতুন ধারাপথের উত্তরণ ঘটছে নিরঞ্জনের লেখনীতে। বাংলা উপন্যাসের নতুন প্রত্যয়ের জন্ম দেওয়ার সমুহ সম্ভাবনা আছে নিরঞ্জন মণ্ডলের।

হ্যাঁ, সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাসগুলি নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ধূসর বাস্তব জীবনকে এভাবেই চিনিয়ে দেয় আমাদের। ঔপন্যাসিকরা তাই এক অর্থে স্তালিনের ভাষায় - 'Engineer of human souls' - মানবতার কারিগর। সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররা সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতার অমোঘ প্রকাশে মানবের সমূহ বিকাশকে পরিপুষ্টি সাধন করেছেন। গোর্কির মতে, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা পৃথিবীর পুনর্গঠনকারী জনগণের বাস্তবতা। সেক্ষেত্রে লেখকের দায়িত্ব হবে - গোর্কির ভাষায় –

> "...to participate directly in the construction of a new life, in the process of changing the world."[২০]

নতুন জীবন-অন্বেষালব্ধ চেতনায় জারিত সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররাও সমাজতান্ত্রিক মানবতার দিশারি – মায়াকভস্কি যাকে বলেছেন, "পরিপূর্ণমানবতা।"[২১]

সবমিলিয়ে সুন্দরবনকেন্দ্রিক উপন্যাস জীবন - অন্বেষার স্বতন্ত্র দর্পণ বিশেষ, যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে অচেনা, অজানা অভিধেয় মানুষের জীবনসংগ্রামের তিতিবিরক্ত জ্বালা ও জীবনযন্ত্রণার আর্তনাদ। আমরা জানতে পারলাম, 'বাউলে' বৃত্তিধারী প্রান্তিক মানুষগুলোর বেঁচে থাকার লড়াই, 'মউলে' সম্প্রদায়ের মধু-অন্বেষণের কারকিত, পশুর সঙ্গে মানুষের লড়াই-এর আদিম হিংস্রতা, কখনো বা সহাবস্থান। জানলাম, কাঠ কাটানিয়াদের খট - খট শব্দের মাতনে বনভূমি বিদীর্ণ হবার এক রুদ্ধশ্বাস আবহ। সেইসঙ্গে 'বহরদার' 'সাইদার'দের তন্ত্রমন্ত্রের উচ্চারণে হিংস্র জীবজন্তু অধ্যুষিত বনভূমি স্তব্ধ হবার ইতিবৃত্তও। জেলে চিত্রণ আগেই পেয়েছি, কিন্তু সাবাড়ে, খটিদার, মেছুনী, মাছমারাদের শীতের শুটকির সিজনে নতুন গজিয়ে ওঠা চরভূমিতে বিজয়োল্লাস - বাংলা উপন্যাসে এই প্রথম। ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতার পাশাপাশি চরভূমির বাস্তবতার এক শৈল্পিক রূপায়ণ, বাংলা উপন্যাসে নতুন দিশার হদিস দেয়। চরভূমিতে গজিয়ে ওঠা নতুন বসতিতে রাষ্ট্রীয় আগ্রাসনের থাবা ও ঔপনিবেশিক আধিপত্যকামিতা এবং তা প্রতিহত করতে চরবাসীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন (চরপুর্ণিমা, ধনপতির চর) - এই অভিনব ভাবনা, জীবনসংগ্রাম ও জীবনযন্ত্রণা বাংলা সাহিত্যে আর কোথায়?

মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় একদা আক্ষেপের সুরে প্রশ্ন তুলেছিলেন –

> "ভদ্র সমাজের বিকার ও কৃত্রিমতা থেকে মুক্ত চাষী – মজুর – মাঝি – মল্লা – হাড়ি - বাগদীদের রুক্ষ কণ্ঠের সংস্কারাচ্ছন্ন বিচিত্র জীবন কেন অবহেলিত হয়ে থাকে, কেন এই বিরাট মানবতা- যে একটা অকথ্য অনিয়মের প্রতীক হয়ে আছে, মানুষের জগতে স্থান পায় না?"[২২]

অন্ত্যজ শ্রেণির নিম্নবর্গীয় (Subaltern) জীবনকথন নামান্তরে 'বিরাট মানবতা' সাহিত্যে উপেক্ষিত ছিল বলেই মানিক একথা বলতে বাধ্য হয়েছিলেন। মানিক কথিত এই 'বিরাট মানবতা'র শৈল্পিক প্রকাশেই আধুনিক বাংলা উপন্যাসের মুক্তি ঘটেছে। সুন্দরবনকেন্দ্রিক কথাকাররা এই 'বিরাট মানবতা' তথা নিম্নবর্গীয় লোকায়ত পৌরুষের সন্ধান করেছেন। করছেনও অহরহ। মনোজ বসু, শিবশঙ্কর মিত্র, বরেন গঙ্গোপাধ্যায়, তপন বন্দ্যোপাধ্যায়, শচীন দাস, অমর মিত্র, সোহারাব হোসেন, ঝড়েশ্বর চট্টোপাধ্যায়, উৎপলেন্দু মণ্ডল, নিরঞ্জন মণ্ডল প্রমুখ ঔপন্যাসিক সাহিত্যে 'বিরাট মানবতা'র প্রকাশ সাধনে উপন্যাস শিল্পে স্বতন্ত্র অভিমুখের সূচনা করেছেন। উপন্যাসকাররা নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক বিমর্ষ জীবন, জীবনের ওঠা-পড়া ও লোকায়ত পৌরুষের বলিষ্ঠ আখ্যান রচনা করলেন, যেখানে প্রতিবিম্বিত হয়েছে সুন্দরবনের বৃহৎ আঞ্চলিকতার (Local Colour) বহুরৈখিক বিন্যাস। এর মধ্যেই নিহিত আছে উত্তর আধুনিক (Post modern) উপন্যাসের বীজ। বাংলা সাহিত্যের এ এক নতুন ট্রেন্ড, স্বতন্ত্র অভিমুখ।

হ্যাঁ, গহন সুন্দরবন ও তার তীরবর্তী সমতল ভূখণ্ডে বসবাসকারী নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষজন তাদের লোকায়ত পৌরুষ নিয়ে বাংলা উপন্যাসকে সমৃদ্ধ করেছে। যে সকল প্রান্তিক জনগোষ্ঠী এতকাল সাহিত্যের পাতার অপাংক্তেয় ছিল, সেই সব নিম্নবর্গীয় অন্ত্যজ শ্রেণির মানুষরাই উপন্যাসের মৌল চরিত্র হিসাবে প্রতিপাদ্য হল - অনেকটা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীদের ঊর্ধায়নের মতো। সুন্দরবনের লোকায়ত জনগোষ্ঠীর সংক্ষুব্ধ হৃদয়াত্মাকে উপন্যাসে অঙ্গীভূত করে ক্ষত প্রলেপের একটা চেষ্টা যেন। অতঃপর বাংলা উপন্যাসে নায়ক চরিত্রের মর্যাদা পেল বাউলে, মৌলে, জেলে, জেলেনি, মাছমারা, মেছুনি, বহরদার, সাঁইদার, ওঝা, গুনিন তথা জল ও জঙ্গলকেন্দ্রিক অনাড়ম্বর জীবনের প্রতিভূ নিম্নবর্গীয় কোনো ব্যক্তিমানুষ - এটাই বাংলা সাহিত্যের পরম প্রাপ্তি। বাংলা কথাসাহিত্যে এ এক উজান যাত্রার সূত্রপাত, বলতেই হয়।

Reference:

১. Santos, De Sousa, Towards a New Legal Common Sense, 2nd ed. Lexis Nexis Butterworths, London, 2002. www.google.com

২. Prakash, Gyan, Subaltern Studies as Post Colonial Criticism, The University of Chicago Press, 1994, Source

OPEN ACCESS
Trisangam International Refereed Journal (TIRJ)
A Double-Blind Peer Reviewed Research Journal on Language, Literature & Culture
Volume - v, Issue - i, January 2025, TIRJ/January 25/article - 34
Website: https://tirj.org.in, Page No. 316 - 327
Published issue link: https://tirj.org.in/all-issue

৩. The American Historical Review, Vol. 99, No. 5 (dec, 1994), P. 1477. (www.google.com) de Kock, leon, 'Interview with Gayatri Chakraverty Spivak, New National Writers Conference in South Africa, 1992, Review of International English Literature. www.google.com

8. K Bhaba, Homi, 'Unsatisfied notes on Vernacular Cosmopolitanism', Text and Nations: Cross-Disciplinary Essays on Cultural and National Identities, Ed, Laura Garcia - Moreno and Pater C. Pfeiffer, Columbia, SC Camden house, 1996. (www.google.com)

৫. চট্টোপাধ্যায়, পার্থ, 'নিম্নবর্গের ইতিহাস চর্চার ইতিহার্স', নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পাদনা গৌতম ভদ্র ও পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ, কলকাতা, ১ম সংস্করণ, ১৯৯৮, পৃ. ২ – ৩

৬. Prakash, Gyan, Subaltern Studies as Post-Colonial Criticism, The University of Chicago Press, 1994. P. 1477. (www.google.com)

৭. ইসলাম, আমিনুল, নিম্নবর্গীয়দের জীবন ও বাংলা উপন্যাস, বাংলা উপন্যাস ২০০ বছর, সম্পাদনা বিপ্লব মাজী, অঞ্জলি পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০০৮, পৃ. ১১২

৮. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য, কল্লোল যুগ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪১৬, পৃ. ৩০৮

৯. এ. এফ. এম. আব্দুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, পৃ. ১৯৭

১০. তদেব, ঐ, প. ১৯৮

১১. তদেব ঐ, পৃ. ১৯৮

১২. তদেব ঐ, পৃ. ২০৭

১৩. তদেব ঐ, পৃ. ২০৮

১৪. তদেব ঐ, প. ২০৬

১৫. ইসলাম, শেখ রেজওয়ানুল, 'সুন্দরবনের প্রান্তিক জীবন : শিকড় সন্ধান', সমকালের জিয়নকাঠি, জুন ২০১০, সুন্দরবন লোকসংস্কৃতি, বিশেষ সংখ্যা, সম্পা. নাজিবুল ইসলাম মণ্ডল, পৃ. ৩১৭

১৬. সেনগুপ্ত, অচিন্ত্য, কল্লোল যুগ, এম সি সরকার এন্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, দশম প্রকাশ, শ্রাবণ, ১৪১৬, পৃ. ১৭৯

১৭. মিত্র, শিবশঙ্কর, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স, কলকাতা, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ১৯৯৫, মুখবন্ধ দ্রষ্টব্য।

১৮. ভট্টাচার্য, তপোধীর, উপন্যাসের বিনির্মাণ, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ ২০১০, পৃ. ৩০৪

১৯. দৈনিক এই সময় পত্রিকা, ৩০/ ০৬/ ২০১৯

২০. Gorky, Maxim, Soviet literature, Soviet Writers Congress, 1934, Lawrence and Wishart, London, 1977

২১. সরকার, সংলাপ, সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বাস্তবতার এক অন্য উদ্ভাস, পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, সম্পাদনা. নবেন্দু সেন, রত্নাবলী, ২০০৯, পৃ. ১৯২

২২. বন্দ্যোপাধ্যায়, মানিক, সাহিত্য করার আগে, লেখকের কথা, নিউ এজ, পৃ. ১৪